দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 14 JUL 2005
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ২

সাত বোর্ডের বিষয়ভিত্তিক ফল জমা

যশোর বোর্ডে ফল কারচুপি! কঠিন ইংরেজীতে ৯১.৬২ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে শিক্ষা বোর্ডসমূহের কম্পিউটার কেন্দ্র এসএসসি পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক ফল বুধবার মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। এতে দেখা গেছে, সাত বোর্ডের মধ্যে যশোর বোর্ডে পাসের হার সর্বোচ্চ হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে সবচেয়ে কঠিন বিষয় হিসাবে বিবেচিত ইংরেজী প্রথম পত্রে অধিক এবং অস্বাভাবিক নম্বর প্রদানের চাঞ্চল্যকর ঘটনা। যশোর বোর্ডে ইংরেজী প্রথম পত্রে বিস্ময়করভাবে শতকরা ৯১ দশমিক ৬২ ভাগ ছাত্রছাত্রী পাস করেছে। এর ফলে সাত বোর্ডের মধ্যে সামগ্রিক পাসের হার যশোর বোর্ডে বেশি, শতকরা ৬৯ দশমিক ১৯ ভাগ। উল্লেখ্য, সকল বোর্ডে এ বছর পাসের গড় হার ৫২ দশমিক ৫৭

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

যশোর বোর্ডে ফল (প্রথম পাতার পর)

ভাগ, যা যশোর বোর্ডের তুলনায় ১৬ দশমিক ৬২ ভাগ কম।

গত ১০ জুলাই দৈনিক জনকণ্ঠে যশোর বোর্ডে ইংরেজী প্রথম পত্রে ৯২ ভাগ পরীক্ষার্থী পাস করানোর বিষয়টি তুলে ধরা হয়। তখন যশোর বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর এবিএম সাত্তার বুলেছিলেন, ইংরেজীতে ৯২ ভাগ পরীক্ষার্থী পাসের তথ্য ঠিক নয়। তিনি দাবি করেছিলেন ৭৩ ভাগ পরীক্ষার্থী ইংরেজী প্রথম পত্রে পাস করেছে। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের নির্দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া প্রতিবেদনে দেখা গেছে, প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি প্রথম পত্রে যশোর বোর্ডে পাস করেছে ৯১ দশমিক ৬২ ভাগ পরীক্ষার্থী। এ সম্পর্কে জানতে চাইলে বুধবার চেয়ারম্যান প্রফেসর এবিএম সাত্তার জনকণ্ঠকে বলেন, গত ৯ জুলাই তিনি ইংরেজী প্রথম পত্রে ৭৩ ভাগ পরীক্ষার্থী পাসের যে তথ্য দিয়েছিলেন সেটি ঠিক ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তা ৯১ দশমিক ৬২ ভাগ। তাঁকে সিস্টেম এ্যানালিস্ট বিভ্রান্ত করেছিলেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ফল প্রকাশে তাঁর জানামতে কোন অনিয়ম হয়নি। ইংরেজীর মতো কঠিন বিষয়ে পাসের হার ৯১ দশমিক ৬২ হওয়া সম্পর্কে তিনি দাবি করেন, যশোর বোর্ডের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা ভাল হচ্ছে।

সাত বোর্ডের যে বিষয় ভিত্তিক ফল কম্পিউটার সেন্টার মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে তাতে দেখা যায়, ইংরেজী প্রথম পত্রে ঢাকা বোর্ডে শতকরা ৬১ ভাগ, রাজশাহী বোর্ডে ৫৩ দশমিক এক ভাগ, কুমিল্লা বোর্ডে ৬৪ দশমিক ৬২ ভাগ, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৬৮ দশমিক ২৯ ভাগ, বরিশাল বোর্ডে ৫১ দশমিক ৬৮ ভাগ, সিলেট বোর্ডে ৬৫ দশমিক ১৭ ভাগ ছাত্রছাত্রী পাস করেছে। কেবল যশোর বোর্ডে ইংরেজী প্রথম পত্রে ৯১ দশমিক ৬২ ভাগ ছাত্রছাত্রী পাস করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, দেশের সেরা কুলগুলো ঢাকা এবং চট্টগ্রামে অবস্থিত হলেও যশোর বোর্ডে শিক্ষার এমন কী গুণগত মান উন্নত হয়েছে যে, সবচেয়ে কঠিন বিষয়ে সব বোর্ডের মধ্যে এই বোর্ডের আওতাধীন পরীক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি নম্বর পেল? সাত বোর্ডের বিষয়ভিত্তিক ফল পর্যালোচনা করে একমাত্র যশোর বোর্ডে ইংরেজী প্রথম পত্রের নম্বরে ব্যাপক অসঙ্গতি পাওয়া গেছে। সাত বোর্ডে বাংলা, গণিতসহ অন্যান্য বিষয়ের নম্বর খুব কাছাকাছি।

অন্যদিকে ইংরেজী প্রথম পত্রে অস্বাভাবিক নম্বর দিয়ে সাত বোর্ডের মধ্যে যশোর বোর্ডের পাসের হার সবচেয়ে বেশি করার নেপথ্যে বোর্ড চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। চলতি মাসেই চেয়ারম্যানের অবসরে যাওয়ার কথা। তিনি খুলনা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার হিসাবে নিয়োগ পাবার চেষ্টা করছেন। অবসরে যাওয়ার আগে তিনি বোর্ডের ফল প্রতিমাত্রায় ভাল, এটি প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য প্রফেসর সাত্তার এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, এগুলো অপপ্রচার।

এদিকে অন্যান্য বোর্ডের চেয়ারম্যানরা একটি বোর্ডের ফলে দৃশ্যমান এই ব্যাপক অসঙ্গতির বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। সূত্রমতে, তিনজন চেয়ারম্যান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যশোর বোর্ডের এই ফল কারচুপির কথা শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের অবহিত করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রী সব বোর্ডের বিষয় ভিত্তিক ফল মন্ত্রণালয়ে জমা দেবার নির্দেশ দেন। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, যশোর বোর্ডে এই ফল কেলেঙ্কারি কিভাবে হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হবে।